দুইজনে একবুলী, একসঙ্গে স্নানকেলী,
গলাগলি ধরিয়া শয়ন।
কোন গ্রামের ভিতর, ব্যাধি হ'লে কলেরার,
নিতে এলে দু'জনেই যেত।
সেই সেই গ্রামে গিয়ে, দু'জনে একত্র হ'য়ে,
হরিনামে কলেরা তাড়া'ত।।
হরিলুঠ দিতে হ'লে, দুজন সুজন মিলে,
সেই বাড়ী যেত দুইজন।
নাম করে মধুস্বরে, নামগানে মোহ করে,
দুজনেই মোহে অচেতন।।
কুশাইর মৃত্যুকালে, বদনেতে হরি বলে,
সবে বলে 'হরিনাম লও।
আমি যাত্রা করিলাম, অদ্য যাইব শ্রীধাম,
ফেলারামে সংবাদ জানাও।।'
কুশাইর এক আত্ম, এ সংবাদ দিল দ্রুত,
পদুমায় ফেলারাম ঠাঁই।
শুনি কহে ফেলারাম, 'যে সংবাদ শুনিলাম,
দাদা গেল তবে আমি যাই।।
যাইব দাদার সাথে, দাদা যান যেই পথে,
আমি তবে সেই পথ লই।
জন্মিলে মরণ আছে, কেবা কতদিন বাঁচে,
কোন সুখে আমি বেঁচে রই।।'
নাহি রোগ নাহি ব্যাধি, বলেছেন কাঁদি কাঁদি,
'এই আমি ওড়াকান্দী যাই।
দাদা ম'লে চিতা' পরে' সে সাথে দিও আমারে,
একত্তরে যা'ব দুটি ভাই।।'
বলে হরে! কৃষ্ণ! রাম! প্রাণ ত্যজে ফেলারাম,
প্রাণ যায় কুশাইর ঠাঁই।
দুজনের সৎকার, হ'ল এক চিতা' পর,
একত্র হইল দুটি ভাই।।
এদিকে সৎকার করে, দোঁহে গলাগলি ধরে,
ওড়াকান্দী চলিল দু'জন।
যাইতে শ্রীধাম পথে, দেখা হ'ল আত্মসাথে।
বাটী গিয়া শুনিল মরণ।।
ঠাকুর দর্শন করি, দোঁহে বলে হরি হরি,
নিত্যদেহ প্রেমেতে মগন।
ঠাকুরের আজ্ঞামতে, চড়িয়া পুষ্পক রথে,
দোঁহে যান বৈকুণ্ঠ ভুবন।।
শুনেছি সাধুর তরে, যাহারা পীরিতি করে,
একের মরণে দুই মরে।
তাহা যদি নাহি হয়, পীরিতি কাহারে কয়,
হেনপ্রেম নাহি যেন করে।।
দুইজনে দুইস্থলে, কোন দ্রব্য কহে খেলে,
দু'জনেই সুস্বাদ পাইত।
যে যাহা ভেবেছে মনে, দেখা হ'লে দুইজনে,
মনোকথা প্রকাশ করিত।।
পুরুষে পুরুষে আর্ত্তি, যেন পুরুষ প্রকৃতি,
পীরিতে সুহৃৎ সুললিত।
রসরাজ প্রেমোজ্জল, রসে করে টল্‌মল্‌,
উদার উন্মত্ত-চিত-হৃত।।
দু'জনের প্রেমভক্তি, হ'ল হরিচাঁদ প্রাপ্তি,
নিযুক্ত হইল সেবাকাজে,
দু'জনার প্রেমোৎসবে, হরি হরি বল সবে,
কহে দীন কবি রসরাজে।।

হীরামন গোস্বামীর পদুমা ও কালীনগর লীলা

শ্রীহীরামন গোস্বামী পদুমা গ্রামেতে।
আসিলেন ফেলারাম জীবিত থাকিতে।।
বিকালে এল গোঁসাই বিশ্বাসের বাসে।
গোঁসাই দেখিতে লোক বহুতর আসে।।
পার্শ্ববর্ত্তী লোক সব পুরুষ বা নারী।
আসে যায় সবে কয় হরি হরি হরি।।